ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সমাবেশ ২০১৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ১৬ জুন ২০১৩ , ২ আষাঢ় ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সারাদেশ থেকে আগত ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সমাবেশের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঐতিহ্যবাহী এই চিকিৎসা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের হাজার হাজার বৈদ্য-হাকীম-কবিরাজকে আমি আপনাদের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাই।

রসায়ন-নির্ভর ঔষধ আবিস্কারের পূর্বে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ গাছপালা ব্যবহার করে অসুখ-বিসুখ ও রোগ-ব্যাধি নিরাময় করত। আধুনিক পদ্ধতিতে ঔষধ তৈরি হওয়ার পর ধীরে ধীরে ভেষজ ঔষধের উপর মানুষের নির্ভরতা কমতে থাকে। কিন্তু কখনই এ নির্ভরতা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বরং সময়ের পরিক্রমায় মানুষ আবার নতুন করে প্রাকৃতিক ভেষজ ঔষধ-মুখী হতে শুরু করেছে।

বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দু'টি চিকিৎসা ধারা এ উপমহাদেশে যুগযুগ ধরে চালু আছে। এর একটি হচ্ছে মুসলিম মনীষীদের সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞন র্চচা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে আবিস্কৃত ইউনানী চিকিৎসা। অন্যটি হচ্ছে ‘বেদশাস্ত্র' অনুসরণে ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি।

মূলতঃ এই  দুইটি চিকিৎসা পদ্ধতিতে বৈদ্য-হাকীম-কবিরাজগণ নিজস্ব নীতি-দর্শন অনুযায়ী উদ্ভিদ, প্রাণিজ ও খনিজ উপাদানের মাধ্যমে ঔষধ তৈরি করে রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ এখনও এসব ভেষজ ঔষধের উপর নির্ভরশীল।

আজকাল শহুরে উচ্চবিত্ত শ্রেণীও প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ভেষজ ঔষধের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। বিশেষ করে ভেষজ প্রসাধনী ক্রমান্বয়েই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার অন্যান্য আইনের সাথে ১৯৬৫ সালের ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আইনের কার্যকারিতা বহাল রাখেন। বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস্ অব মেডিসিন, বাংলাদেশ নামে ঢাকায় ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সদর দফতর স্থাপিত হয় এবং তার কার্যক্রম শুরু হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তৎকালীন সরকার ১৯৭৩ সালে স্থানীয় ঔষধি উদ্ভিদের সাহায্যে স্বাস্থ্যখাতে সয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সাথে সমন্বয় করে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা ও ঔষধের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে এ উদ্যোগ আর বাস্তবায়িত হয়নি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি লালন এবং রক্ষায় সব সময়ই তৎপর এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

আপনাদের স্মরণ আছে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা দেশের ১৫টি জেলা হাসপাতালে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে সমন্বিত চিকিৎসার ধারা চালু করি।

২০০০ সালে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, শিক্ষা, গবেষণার উন্নয়নের বিষয়টি সম্পৃক্ত করি। কিন্তু পরবর্তী সরকার ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ‘‘ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা, চিকিৎসা এবং এসব ওষুধের মানোন্নয়নে এবং স্বাস্থ্যসেবায় আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে'' কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করি।

আমরা সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আন্তরিক। ইতোমধ্যেই ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশের ১৯টি বেসরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিপ্লোমা কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সিলেট সরকারি তিব্বিয়া কলেজ এবং ঢাকার সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অবশিষ্ট জেলাগুলোতে স্নাতকমানের ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন ক্লিনিকে ডিপ্লোমা হাকীম-কবিরাজদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

গাছ হচ্ছে আয়ুর্বেদ ঔষুধের প্রধান উৎস। এজন্য আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে বনজ-ফলদ এর পাশাপাশি ঔষধি বৃক্ষ রোপণের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। কৃষি কাজের অনুপোযোগী জমি, চা চাষের অনুপোযোগী পাহাড়ী জমি, রাস্তার দু'পাশের এবং রেল লাইনের দু'পাশের পতিত জমি, বাড়ীর আঙ্গিনায় এমনকি অন্যান্য ফসলের সহযোগী ফসল হিসেবে ঔষধি উদ্ভিদের চাষাবাদে জনগণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ঔষধি গাছের বেশ কিছু বাগান গড়ে উঠেছে।

এসকল ঔষধি উদ্ভিদের সাহায্যে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা স্বল্পমূল্যে এবং অনেকাংশে বিনামূল্যে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান ও চীনসহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশে ট্রেডিশনাল মেডিসিনের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা ব্যাপক। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতেও বর্তমানে ভেষজ চিকিৎসা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। পাশাপাশি ভেষজ কসমেটিকস ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর কদরও দিন দিন বাড়ছে।

আবহাওয়াজনিত কারণে ইউরোপ-আমেররিকায় ঔষধি উদ্ভিদের উৎপাদন কম হয়। ভারত, শ্রীলংকা, চীন, নেপাল এবং ভূটান থেকে প্রচুর পরিমাণে মেডিসিনাল প্লান্টস এবং হারবাল ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ঔষধ ও পণ্য সামগ্রী এসব দেশে রপ্তানি হয়।

আমাদের দেশের মাটি, আবহাওয়া, পরিবেশ সব কিছুই ঔষুধি উদ্ভিদ চাষাবাদের অনুকূলে। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে প্রচুর পরিমাণে ভেষজ উদ্ভিদ এবং সামগ্রী রপ্তানির সুযোগ আমাদের রয়েছে। এ ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে একটি টেকসই স্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি ইউনানী-আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নয়নে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে চাই।

আমরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং গবেষণার উন্নয়ন করতে চাই। এক্ষেত্রে প্রতিটি চিকিৎসা পদ্ধতি নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মৌলিক নীতি-দর্শন বজায় রেখে আধুনিকায়ন করতে হবে।

আমি দেশের প্রত্যেক ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে দেশাত্মবোধ, শ্রম এবং নিজস্ব মেধা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ শাখাকে সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানাই।

এ ব্যাপারে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ডের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা প্রস্তাব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠালে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকবৃন্দ,

আপনারা মূলতঃ গ্রামীণ জনগণের সেবা দিয়ে থাকেন। আমাদের সরকারও গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চত করাসহ তাঁদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। এজন্য আমরা গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। প্রতিটি গ্রাম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

বৈশ্বিক মন্দার কারণে উন্নত দেশগুলো যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় হিমসিম খাচ্ছে, বাংলাদেশে তখনও আমরা প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। আমাদের রপ্তানি আয়, রেমিটেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত সাড়ে ৪ বছরে প্রায় ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠে এসেছে। মাথাপিছু আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ৬ হাজার মেগাওয়াট হয়েছে।

সারাদেশে প্রায় ১৩ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যসেবা গ্রাম পর্যন্ত নিশ্চিত করেছি। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামের জনগণ তথ্যপ্রযুক্তি সেবা নিতে পারছেন। আমরা শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

কৃষিখাতের ব্যাপক উন্নয়নের ফলে দেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ। নিম্নবিত্ত মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায়ও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। আপনারা বৈদ্য-হাকীম-কবিরাজগণ বঙ্গবন্ধুর সেই সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন- এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।